ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-২০৫৮
আগরতলা, ০২ সেপ্টেম্বর ,২০১৮

ইন্দো-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়নের সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা : আলোচনা শুরু
ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সৌভাতৃত্বের সম্পর্ক, উন্নয়নের দিকগুলি দুই দেশের সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আলাদা দেশ হলেও ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, পাকিস্তান, ভূটানে প্রায় একই সংস্কৃতি বর্তমান। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত পৃথক হলেও আমাদের সংস্কৃতি এক। এজন্যই আমরা ঐক্যবদ্ধ। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে 'ইন্দো বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়নে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই কথাগুলি বলেন।

আজ সম্মেলন শুরু হয় দুই দেশের জাতীয় সংগীত উচ্চারণের মধ্যদিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক বছর ধরেই রাজনৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি উল্লেখ করেন ২১ ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষা দিবসের কথাও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে দেশে স্বচ্ছ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার ব্যবসা বাণিজ্য যেন আরও বৃদ্ধি পায় সে জন্য মুখ্যমন্ত্রী দেশের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ইতিমধ্যেই এর সুফল আসতে শুরু করেছে। বেশ কয়েকটি পণ্যের আমদানী রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ছিল। এগুলোর সমাধান হয়েছে। চেষ্টা চলছে বাংলাদেশের গাড়ি যেন ত্রিপুরার গুদামগুলোতে সরাসরি পণ্য নিয়ে আসতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাব্রুমে ফেনী নদীর উপর যে সেতু তৈরীর কাজ চলছে তা একটি সাধারণ সেতু নয়। এই সেতু ভবিষ্যতে উত্তর-পূর্বের গেটওয়ে হয়ে উঠবে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে এই সেতু দিয়ে পণ্য সামগ্রী ত্রিপুরা এবং অন্য রাজ্যগুলোতে পৌছে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জলপথে পণ্য পরিবহণ করা হলে পরিবহণ ব্যয় অনেক কমবে। তাতে পণ্য সামগ্রীর দামও কমবে। ত্রিপুরায় যে পরিকাঠামো তৈরী হচ্ছে তার নির্মাণ খরচ কমবে। তাতে ত্রিপুরা যেমন লাভবান হবে তেমনি বাংলাদেশও রাজস্ব পাবে। সে দেশেরও আর্থিক লাভ হবে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে আন্তরিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক সময়ে ত্রিপুরা থেকে বড় মাত্রায় নেশা সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার হতো। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশে নেশা পণ্য পাচার প্রায় বন্ধ হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি শাসিত রাজের মুখ্যমন্ত্রীরা যা বলেন তা করে দেখায়। তিনি বলেন, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সৌভাতৃত্বের সম্পর্ক, উন্নয়নের দিকগুলি দুই দেশের সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এই দায়িত্ব সংবাদ মাধ্যমের। তাতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক এবং উন্নয়ন আরও তরান্বিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা সভার সাফল্য কামনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মিডিয়া এডভাইজার ইকবাল সোভান চৌধুরী, এফ বি সি সি আই-এর সভাপতি মহ: এস সাহিরুদ্দীন, বর্ডার নিউজ ২৪ ডট কম-এর এডিটর কিশোর কুমার সরকার। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ আর এ এম ও বাইদুল মুক্তাদির চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন স্যন্দন পত্রিকার সম্পাদক সুবল কুমার দে। আলোচনা করেন সাংবাদিক বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আলোচনাচক্রের উদ্যোক্তা আগরতলা প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক প্রণব সরকার।

****